চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৯.০৪.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মেয়র শাহাদাতের দ্রুত পদক্ষেপে জলাবদ্ধতা কমে স্বস্তি নগরীতে।

খাল সংস্কার প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সাময়িক জলাবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপের ফলে চট্টগ্রাম নগরীর প্রায় সব এলাকায় স্বস্তি ফিরে এসেছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের তাৎক্ষণিক উদ্যোগে অস্থায়ী বাধ অপসারণ করায় জমে থাকা পানি দ্রুত নেমে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।বুধবার সকাল থেকে মেয়র নগরীর বিভিন্ন জলাবদ্ধতা-নগরীর অধিকাংশ এলাকায় পানি নিষ্কাশন স্বাভাবিক রয়েছে এবং কোথাও উল্লেখযোগ্য জলাবদ্ধতা নেই।এর আগে মেয়রের সরেজমিন পরিদর্শন ও নির্দেশনার ভিত্তিতে হিজরা খাল, জামালখান খাল এবং মুরাদপুর বক্স কালভার্ট এলাকায় স্থাপিত অস্থায়ী বাধ অপসারণ করা হয়। ফলে কাতালগঞ্জ, চকবাজার, জামালখান, মুরাদপুর ও বহদ্দারহাটসহ বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত পানি নেমে যায় এবং স্বস্তি ফিরে আসে।সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)-এর অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড খাল খনন, সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছে। কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন স্থানে সাময়িক বাধ নির্মাণ করা হয়েছিল, যা ভারী বর্ষণে পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জলাবদ্ধতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।পরিদর্শনকালে প্রবর্তক মোড়ে খাল সংস্কার কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড ও সিডিএ'র কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় মেয়র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সংশ্লিষ্টদের দ্রুত দায়িত্বশীলভাবে উপস্থিত থেকে কাজ তদারকির নির্দেশনা দেন।তবে মেয়রের নির্দেশনায় সিডিএ ও সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে অস্থায়ী বাধ অপসারণ করা হলে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি ঘটে এবং নগরবাসীর ভোগান্তি কমে আসে।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চলমান উন্নয়ন কাজের কারণে সাময়িক সমস্যা সৃষ্টি হলেও সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে তা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছি, যাতে নগরবাসীকে দ্রুত স্বস্তি দেওয়া যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণে আসবে।"প্রবর্তক মোড় পরিদর্শন সময় মেয়র বলেন, চট্টগ্রামবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে আজকে ও গতকালকে আমি এসেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছেন চট্টগ্রামবাসীর পাশে থাকার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে সংসদে চট্টগ্রামবাসীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমি আজকে আবারো সব জায়গায় সরজমিনে পরিদর্শন করছি। কোন জায়গায় কিন্তু পানির সমস্যা নেই আমি আগ্রাবাদ, হালিশহর, রামপুরা, জিইসি গিয়েছি কোন জায়গায় পানির সমস্যা নেই। প্রবর্তকের এই অংশটুকু পানি হচ্ছে যেহেতু এখানে সমস্ত শিট ফাইলগুলো এখানে দিয়ে রেখেছে এখানে যথেষ্ট অবস্ট্রাকশন আছে এগুলো এখন তাদেরকে উঠাইয়ে নিতে হবে। মেয়র আরও বলেন, "হিজড়া খাল ও জামালখান খালে প্রায় ৩০টি অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। এগুলো ধীরে ধীরে অপসারণ করা হচ্ছে। শিট ফাইলগুলোও তুলে নেওয়া হলে পানি দ্রুত নেমে যাবে।তিনি জানান, পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিকল্প সড়ক চালু রাখা হয়েছে এবং মেডিকেল কলেজ এলাকার একটি সড়ক খুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে যানজট কমে। পাশাপাশি নগরবাসীকে সাময়িকভাবে এই এলাকা এড়িয়ে চলার আহ্বান জানান তিনি।তবে মেয়রের নির্দেশনায় সিডিএ ও সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত এসব বাধ অপসারণ করা হলে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি ঘটে এবং নগরবাসীর ভোগান্তি কমে আসে।তিনি সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে সমন্বয় জোরদার করে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশনা দেন, যাতে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে নগরবাসীকে জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ থেকে মুক্ত রাখা যায়।

ভারতের বিদায়ী সহকারী হাইকমিশনার ডা. রাজীব রঞ্জনের সাথে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ভারতের চট্টগ্রামস্থ সহকারী হাইকমিশনের বিদায়ী সহকারী হাইকমিশনার ডা. রাজীব রঞ্জন আজ বুধবার টাইগারপাসস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।সাক্ষাৎকালে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন দীর্ঘ চার বছর বাংলাদেশে কর্মরত থাকা অবস্থায় চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ডা. রাজীব রঞ্জনকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।এসময় মেয়র বলেন, "বৈচিত্র্যই ভারতের বড় শক্তি। ভারতের এক একটি রাজ্য থেকে আরেকটি রাজ্যের পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির ভিন্নতা রয়েছে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশকে ঐক্যবদ্ধ করে চলতে পারার কারণেই ভারত বিশ্বের বুকে একটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আমি ব্যক্তি জীবনে অনেকবার ভারতে গিয়েছি, এমনকি পড়াশোনার জন্যও গিয়েছি।"

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশের অনেক মানুষ ধর্মীয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রয়োজনে ভারতে যান। তাদের ভিসা প্রসেসিং সহজ হলে এবং ভিসা প্রদানের গতি বাড়লে উভয় দেশের মানুষই উপকৃত হবে।”বিদায়ী সহকারী হাইকমিশনার ডা. রাজীব রঞ্জন বলেন, “চট্টগ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি নগরী। কারণ চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ এখনো অনেকটাই সংরক্ষিত আছে। বিশেষ করে ভাটিয়ারী, পতেঙ্গা ও ফয়’স লেক এলাকা অত্যন্ত নয়নাভিরাম। চট্টগ্রাম শহরের পাহাড় এবং নদীও অপূর্ব সুন্দর। পর্যটনের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ যদি এই সুযোগগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে, তবে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অর্থনীতিতে আরও বড় ভূমিকা রাখতে পারবে।”তিনি বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকালে সার্বিক সহযোগিতার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান।সাক্ষাৎকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে মেয়র মহোদয় বিদায়ী সহকারী হাইকমিশনারকে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দেন।

“হিন্দু–বৌদ্ধ–মুসলিম সবাই মিলে সম্প্রীতির চট্টগ্রাম গড়তে চাই”—চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নমুখী চট্টগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব।তিনি বলেন, “হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম—আমরা সবাই মিলে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ নগরী গড়ে তুলতে চাই। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানই একটি মানবিক ও টেকসই শহরের ভিত্তি।”তিনি এসব কথা বলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০২৬ উপলক্ষে চসিক আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।অনুষ্ঠানে “জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক”—এই শান্তি, মানবতা ও সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরা হয়। পরে উপস্থিত সবাই পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপসচিব। এছাড়া বক্তব্য রাখেন শিক্ষক দীপন কান্তি চৌধুরী, শিক্ষক রোমা বড়ুয়া, দেবজিৎ বড়ুয়া, উর্মিলা বড়ুয়া, কাজল বড়ুয়া, রিপন বড়ুয়া, পরিতোষ বড়ুয়া, পীযুষ বড়ুয়া, সুজন বড়ুয়াসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, বুদ্ধ পূর্ণিমা মানবতা, অহিংসা ও বিশ্বশান্তির শিক্ষা দেয়। এ ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক আয়োজন পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।তিনি আরও জানান, স্থানীয়দের অনুরোধে বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে অবস্থিত গোলচত্বরটি পদ্মফুলের নকশায় সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। একইসঙ্গে মোহরা এলাকায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।চসিক মেয়র বলেন, সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সমন্বয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।সম্প্রতি ভারী বর্ষণে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে সচেতনভাবে কাজ করছে এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নাগরিক দুর্ভোগের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠান শেষে মেয়র সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “সবাই সুস্থ, সুন্দর ও ভালো থাকবেন—এটাই আমার কামনা। আমরা সবাই মিলে একটি শান্তি ও সম্প্রীতির চট্টগ্রাম গড়ে তুলব।”

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮